গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হিসাব অধিশাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৪৮.০০.০০০০.০১০.০৩৩.০৬৯.১৮- ৩৮৯

তারিখঃ ১৩ ভাদ্র ১৪২৫ / ২৮ আগষ্ট ২০১৮

বিষয়: সমঝোতা স্মারক ও পরিপত্র এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উর্পযুক্ত বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজার ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থের তহবিল হতে নীতিমালা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা বাবদ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ২২ জুলাই ২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এবং ২৩ জুলাই ২০১১৮ তারিখে জারিকৃত চিকিৎসা সেবা প্রদান সংক্রান্ত পরিপত্রটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ননামতে ৭ পাতা।

২৮/০৮/২০১৮
(আবুল হোসেন)
উপসচিব
টেলিফোন: ৯৫৮৮৪৪৩

সিস্টেম এনালিষ্ট
আইসিটি শাখা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে

স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, ২০১৮

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সরকারি পরিবহন পুল ভবন

সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

১। নামকরণ।–

এ সমঝোতা স্মারক 'মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক, ২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

২। উদ্দেশ্য।-

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সকল সরকারি হাসপাতালে 'মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫' (জুন ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় মুক্তিযোদ্ধাগণকে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ।

৩। প্রযোজ্যতা।-

(১) দেশের উপজেলা, জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বা উল্লিখিত নীতিমালা বা নীতিমালার আওতায় জারীকৃত পৃথক নির্দেশনা বা পরিপত্রের মাধ্যমে সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৪। কার্যক্রম ।-

(১) হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা, চিকিৎসা সেবার মান নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একক বা যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(২) সরকারি হাসপাতালে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং সচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৩) মুক্তিযোদ্ধাকে 'মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫' (জুন ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এ বর্ণিত সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসা সুবিধার অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা'র চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;

(৪) হাসপাতালে অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহসহ সর্বোত্তম চিকিৎসা পরামর্শ, শল্য চিকিৎসা, হাসপাতাল কর্তৃক সরবরাহযোগ্য ঔষধ, বেড, পথ্য এবং নার্সিং সেবা প্রদান করা; এবং

(৫) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক** হাসপাতালে প্রদত্ত নিয়মিত সরকারি বরাদ্দের বাইরে মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা।

৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা।-

(১) সকল সরকারি হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে আর্থিক ও প্রশাসনিকসহ প্রযোজ্য সহযোগিতা প্রদান করা;

(২) মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বছরের শুরুতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সরকারি হাসপাতালের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান। অর্থ বছরে (জুলাই-জুন) বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের চাহিদা অনুসারে পুনরায় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা;

(৩) বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথভাবে ব্যবহার যাচাইপূর্বক অব্যয়িত অর্থ 'মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজাসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫' (জুন ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা প্রদান করা। তবে অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করা সম্ভব না হলে পরবর্তী বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের সাথে একীভূত করা;

(৪) মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যানুপাতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা এবং বিশেষায়িত হাসপাতালে প্রতি বছর এককালীন থোক হিসেবে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা;

(৫) মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণক সরবরাহ করা;

(৬)সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন প্রদান করা; এবং

(৭) মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা উন্নততর করা বা সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ভূমিকা।-

(১) বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁর নিজ উপজেলায় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে উন্নততর চিকিৎসার জন্য জেলা সদরে বা বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি বা স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায় থেকে রেফার্ড হয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধাকে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(৩) অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহসহ সর্বোত্তম চিকিৎসা পরামর্শ, শল্য চিকিৎসা, হাসপাতাল কর্তৃক সরবরাহযোগ্য ঔষধ, বেড, পথ্য এবং নার্সিং সেবা প্রদান করা;

(৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক** প্রদত্ত নিয়মিত সরকারি বরাদ্দের বাইরে মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা;

(৫) সরকারি হাসপাতালে একজন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্পূর্ণ বিনা খরচে এবং সচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(৬) সচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার আয়কর প্রদান সংক্রান্ত প্রমাণক বা ১২-ডিজিটের করদাতা নিবন্ধন সংখ্যা (ই-টিআইএন/টিআইএন) যাচাই করা। তবে কোন অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার আয়কর প্রমাণক না থাকলে সাদা কাগজে লিখিত হলফনামা সংগ্রহপূর্বক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(৭) নীতিমালায় আওতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতৎউদ্দেশ্যে নির্ধারিত সরকারি বিশেষায়িত হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসা সুবিধার অতিরিক্ত একজন মুক্তিযোদ্ধার বিপরীতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকা'র চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা। নীতিমালায় যা কিছুই উল্লেখ থাক না কেন, মুক্তিযোদ্ধাকে তাঁর নিজস্ব ব্যয়ে প্রয়োজনে এক বা একাধিকবার চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা;

(৮) সরকারি হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাকে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার মান ও বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৯) মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যালোচনা বা পরীক্ষা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার যাচাই করার লক্ষ্যে নীতিমালার আওতায় গঠিত কমিটির কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা;

(১০) মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পর্যালোচনা বা পরীক্ষা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার যাচাই করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক নিরীক্ষা কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা; এবং

(১১) সমঝোতা স্মারকের আওতায় যৌথভাবে গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭। সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনা বা বাতিলকরণ, ইত্যাদি।-

(১) এ চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হলে যে কোন পক্ষ তিন মাসের আগাম নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে তা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে;

(২) পক্ষদ্বয় পরস্পরের সম্মতিক্রমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত এ সমঝোতা স্মারক বা এর কোন অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন বা বিলোপ করতে পারবে; এবং

(৩) চুক্তি বাতিলের কারণে যে কোন পক্ষ কর্তৃক ইত:মধ্যে প্রদত্ত বা প্রদেয় কোন আর্থিক লেনদেন কিংবা তার অংশবিশেষ সমন্বয় সাপেক্ষে ফেরত পাবার অধিকারী হবে।

৮। বিবিধ।-

(১) সমঝোতা স্মারক অনুসরণের ক্ষেত্রে 'মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা- ২০১৫' (জুন ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এতদসংশ্লিষ্ট যে কোনও নির্দেশনা, সার্কুলার এবং যে কোন সংশোধনী পক্ষদ্বয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হবে; এবং

(২) এ সমঝোতা স্মারকের কোনও শর্ত বা ব্যাখ্যায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনও প্রকার মত পার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

৯. কার্যকরের তারিখ, মেয়াদ ও বাস্তবায়ন।-

(১) সমঝোতা স্মারক উভয় পক্ষের স্বাক্ষরের তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে এর মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাবে; এবং

(২) উভয় পক্ষে স্বাক্ষরকারীর অবর্তমানে তাঁদের প্রতিনিধি/স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর এ সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

১০. অদ্য ০৭ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ ২২ জুলাই ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ রোজ রবিবার ঢাকায় সমঝোতা স্মারক সম্পাদনকারীগণ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করলেন:

22/07/2018	22.7.2018
(অপরূপ চৌধুরী, পিএইচডি) সচিব মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবহন পুল ভবন সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা	(মোঃ সিরাজুল হক খান) সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১ম পক্ষ		২য় পক্ষ
সাক্ষী		সাক্ষী
22/07/2018 (শেখ মিজানুর রহমান) অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা		22-7-18 (প্রফেসর ডাঃ আবুল কালাম আজাদ) মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
22/7/18 (দিলীপ কুমার বণিক) যুগ্মসচিব(আইসিটি) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা		22/07/2018 (অধ্যাপক ডাঃ কাজী জাহাঙ্গীর হোসেন) পরিচালক(হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) এবং লাইন ডাইরেক্টর(হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা-১২১২।